মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৭ এপ্রিল, ২০২৪, শনিবার	১৪ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 27 Issue	Purulia	27 April, 2024, Saturday	14 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

সন্দেশখালিতে এনএসজি, রোবট নামিয়ে চলছে আরও অনুসন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ সন্দেশখালিতে এ বার এল এনএসজি-ও (ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড)। শাহজাহান শেখের ঘনিষ্ঠের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে প্রচুর বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এর পরেই ডাকা হয় এনএসজি-কে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রোবট এনে বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে তারা। শুক্রবার ফের সন্দেশখালিতে হানা দেয় সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্রে খবর, প্রচুর অস্ত্র ও বোমা মজুত রয়েছে, এমন খবর পাওয়া মাত্রই শাহজাহান শেখের এক ঘনিষ্ঠের আত্মীয় আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। তল্লাশি অভিযানে মাটি খুঁড়ে মিলেওছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা। তার জন্যই রোবট নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর সিবিআই সূত্রে।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত তালেবের বাড়ি থেকে ১২৮ রাউন্ড গুলি , পাঁচটি অত্যাধুনিক বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র , বেশ কয়েকটি দেশি বন্দুক, বোমা তৈরির মশলা-সহ বেশ কিছু বোমা উদ্ধার হয়েছে। যেখানে সেখানে বিস্ফোরক মজুত থাকতে পারে, এমন অনুমান করে বাড়ির আশপাশে অটোমেটিক রোবট স্ক্যানার দিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সও। শুক্রবার সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার মল্লিকপুরে শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ হাফিজুল খাঁয়ের ভগিনীপতির বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যান তদন্তকারীরা। মূল রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ মিটার ভিতরে মাছের ভেড়িবেষ্টিত বাড়িটি। সেখানে যাওয়ার একটিই সরু ইট পাতা রাস্তা রয়েছে। সেই রাস্তা আটকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সিবিআই সূত্রে খবর, বাড়িটি থেকে প্রচুর অস্ত্র-বোমা উদ্ধার হয়েছে। দাবি, গোপন সূত্রে অস্ত্র-বোমা মজুতের খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালানো হয়। সেই বাড়ির মাটি খুঁড়েই প্রচুর বিদেশি বন্দুক মিলেছে বলে দাবি। তদন্তকারীদের অনুমান, বাড়িতে প্রয়োজনীয় নথিপত্রও মিলতে পারে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালি ঘটনার তদন্তভার সিবিআই নেওয়ার পর বেশ কয়েক বার সেখানে এসেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দারা। গত শনিবারও সন্দেশখালিতে এসেছিল সিবিআইয়ের দু'টি দল। একটি দল গিয়েছিল থানায়। অন্য দলটি গিয়েছিল সুন্দরীখালির দিকে। এ বার হানা শাহজাহানের ঘনিষ্ঠের আত্মীয়ের বাড়িতে। ভোটের মধ্যে এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতর তৈরি হয়েছে রাজ্যে। বিজেপি প্রশ্ন তোলে, কেন জঙ্গিদের আড়াল করার চেষ্টা করছে রাজ্যের তৃণমূল শাসিত সরকার?

সিবিআই বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার! সন্দেশখালিতে জমি দখল ও নারী নির্যাতনের ঘটনায় তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সংবাদমাধ্যম র প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবারই কলকাতা হাই কোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে গিয়েছে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চে আগামী ২৯ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হবে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালেই সন্দেশখালিতে আবার হানা দিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্রে খবর, শাহজাহান শেখের এক ঘনিষ্ঠের আত্মীয়ের বাড়িতে প্রচুর অস্ত্র এবং বোমা মজুত রয়েছে, এমন খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালানো হয়েছে। তল্লাশি অভিযানে মিলেওছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনাচক্রে, একই দিনে সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে রাজ্য শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বলে খবর। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালি ঘটনার তদন্তভার সিবিআই নেওয়ার পর বেশ কয়েক বার সেখানে এসেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দারা। প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান এবং তাঁর শাগরেদদের বিরুদ্ধে জমি দখল এবং নারী নির্যাতনের বহু অভিযোগ জমা পড়েছিল পুলিশের কাছে। সেই শাহজাহান পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর সিবিআই এবং তার পরে ইডি হেফাজতে ছিলেন।

সপাটে থাপ্পড় মেরেছে সুপ্রিম কোর্টঃ মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটপর্বের মাঝেই শুক্রবার সকালে সমস্ত ভোটের বুথে ইভিএমের ফলের সঙ্গে ভিভিপ্যাটের কাগজ মিলিয়ে দেখার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দুপুরে বিহারে বিজেপির ভোট প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানালেন। সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "বিরোধীরা এত দিন ইভিএম নিয়ে কান্নাকাটি করত। তাদের সপাটে চড় মেরেছে সুপ্রিম কোর্ট। এ বার ওদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।" ভিভিপ্যাট পদ্ধতির মাধ্যমে কাগজের স্লিপ-সহ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে (ইভিএম) পাওয়া ভোটের ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের (ক্রস-ভেরিফিকেশন) দাবিতে শীর্ষ আদালতে শতাধিক আবেদন জমা পড়েছিল। তার মধ্যে বিভিন্ন ভোট-নজরদার অসরকারি সংস্থার পাশাপাশি বিরোধী দলগুলিও ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার বিহারের অরারিয়ায় বিজেপির সভায় সেই প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "গোটা বিশ্ব আমাদের গণতন্ত্র এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রশংসা করে। কিন্তু বিরোধীরা তাদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সেই ব্যবস্থার মর্যাদাহানি করেছে। ইভিএমে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হল কি না, ভিভিপ্যাট স্লিপের মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে ভোটারের। কিন্তু প্রতিটি বিধানসভায় কম-বেশি ২০০টি ভিভিপ্যাট মেশিন থাকলেও পাঁচটির বেশি গণনাই করা হয় না! ইউরোপের অধিকাংশ দেশই ইভিএমের বদলে ব্যালটে ভোট করাতে শুরু করেছে।

দিন ভর বারবার বিক্ষোভের মুখে রাজু, সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ শেষ লগ্নে ফের বিক্ষোভের মুখে রাজু। ঘটনা গড়াল হাতাহতিতে। শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে পুরনিগমের এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজু। তিনি ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের হিন্দি হাই স্কুলে ঢুকতেই তৃণমূল কর্মীরা গেটের মুখে তাঁর গাড়ি আটকে দেন বলে অভিযোগ। শাসক দলের দাবি, রাজুকে গাড়ি নিয়ে বুথে প্রবেশ করতে বারণ করা হলে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের উপর আক্রমন করে। এর পরেই তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মীসমর্থকদের মধ্যে হাতাহতিতে পৌঁছয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের মহিলা সভাপতি ইন্দ্রানী সরকার বলেন, "সকাল থেকেই বিজেপি প্রার্থী বুথে বুথে ঘুরে সমস্যা তৈরির চেষ্টা করছেন। যাঁদের কোনও পরিচয় পত্র নেই তাঁদের নিয়ে ঘুরছেন। ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। আমরা তৃণমূলের সাধারণ কর্মী হিসেবে এর বিরোধিতা করছি।" দুপুর ৫টা পর্যন্ত দার্জিলিঙে ভোট পড়েছে ৭১.৪১ শতাংশ। রায়গঞ্জে ভোট পড়েছে ৭১.৮৭ শতাংশ এবং ওই সময়ের মধ্যে বালুরঘাটে ভোট পড়েছে ৭২.৩০ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, দুপুর ৫টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের তিন কেন্দ্রে সামগ্রিক ভোটদানের হার ৭১.৮৪ শতাংশ। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের ২৭ এ-র ১৭৭ নম্বর বুথে ভোট দিতে গিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় শাহ। লাইনে দাঁড়িয়ে যখন তিনি ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ঢোকেন, তখনই তাঁকে বলা হয় তাঁর ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই কথা শুনে চক্ষু চড়কগাছ সঞ্জয় শাহের। আদৌ তিনি ভোট দেননি। তা হলে তাঁর ভোট কে দিল, এই প্রশ্ন তিনি করেন প্রিসাইডিং অফিসারকে। যদিও প্রিসাইডিং অফিসার তাঁকে জানান, তাঁর ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। তার পর ওই বুথে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোট দেওয়ানোর বিষয়ে আশ্বাস দেন সঞ্জয়কে। খানিক সময় বাদে তিনি ভোট দেন। যদিও সঞ্জয় বলেন, "এসেছিলাম ভোট দিতে। কিন্তু এসে দেখি আমার ভোট কে বা কারা দিয়ে দিয়েছে। এর পর যখন আমি প্রিসাইডিং অফিসারকে বলতে যাই, তিনি বলেন আমার ভোট হয়ে গিয়েছে"।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

চালু হচ্ছে জিএসটির আপিল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ আগামী অগস্টের মধ্যেই দেশে কাজ শুরু করবে জিএসটির আপিল আদালত। বৃহস্পতিবার সূত্রের দাবি, অভিন্ন পরোক্ষ কর সংক্রান্ত বিরোধের অসংখ্য মামলা ঝুলে রয়েছে। আটকে রয়েছে টাকা। সেগুলির দ্রুত সমাধান করতেই বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের আদালত তৈরির পরিকল্পনা করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ দিন বেঙ্গল চেম্বার আয়োজিত জিএসটি বিষয়ক একটি সভায় বণিকসভাটির জাতীয় আর্থিক এবং কর বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান বিবেক জালান বলেন, "আপিল আদালত চালু হলে জিএসটি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে ব্যবসায়ীদের আর আদালতে ছুটতে হবে না। দ্রুত মীমাংসা হওয়ায় কমবে ঝক্কি।" সূত্রের খবর, সারা দেশে আপিল আদালতের মোট ৫০টি বেঞ্চ গঠিত হবে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে থাকবে দু'টি। রাজ্যের বেঞ্চের আওতায় থাকবে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং সিকিমও। বিবেক জানান, প্রতিটি বেঞ্চে চার জন করে সদস্য থাকবেন। কেন্দ্রের এবং রাজ্যের এক জন করে সদস্য ছাড়াও বিচার বিভাগের মোট দু'জন। বেঞ্চের সদস্য পদের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। বর্তমানে জিএসটিতে বকেয়া কর অথবা অন্য কোনও ব্যাপারে বিরোধ দেখা দিলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর দফতরেরই ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে আবেদন করতে হয় ব্যবসায়ীকে। সেখানে সুরাহা না হলে হাই কোর্টে যেতে হয়। সব মিলিয়ে বিরোধ মিটতে অনেক সময় লাগে। আপিল আদালত তা অনেকটা কমিয়ে আনবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট মহল। তবে বকেয়া সংক্রান্ত বিরোধ হলে সেই দাবির ৩০% মিটিয়ে তবে আপিল আদালতে যাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বকেয়া জিএসটি-র টাকা মেটানোর নোটিস পাওয়ার পরেও যে ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে পারেননি, তাঁদের সামনে এ বার সেই সুযোগ খুলল। এর জন্য এককালীন ক্ষমার (অ্যামনেস্টি) প্রকল্প আনল অর্থ মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর পর্ষদ (সিবিআইসি)। ফলে ওই দিনের মধ্যে কর কর্তৃপক্ষের পাঠানো বকেয়া মেটানোর হিসাব পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। রাজ্যে ব্যবসায়ীদের সংগঠন কনফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশীল পোদ্দার বলেন, "কেন্দ্রের ওই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছি। বকেয়া করের হিসাব নিয়ে অনেকেরই আপত্তি আছে। এই সুযোগ তাঁদের অসন্তোষ কমাবে। তবে উৎসবের মরসুম শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে"।

প্রশ্ন রেখেই প্রত্যাশা পূরণের বার্তা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ চলতি অর্থবর্ষে ভাল বর্ষার সম্ভাবনায় ভর করে খাদ্যপণ্যের দাম কমার প্রত্যাশাই উঠে এল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের রিপোর্টে। সেই সঙ্গে অর্থনীতির আরও সুরক্ষিত হওয়ার কথা জানিয়ে অনিশ্চিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির রথ ছুটবে বলে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের দাবি, কেন্দ্র ভরসা দিলেও রয়ে গিয়েছে কাঁটা। বহু 'যদি'-র উপরে নির্ভর প্রত্যাশাই ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। আবহাওয়া এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হলে বদলে যাবে সব সমীকরণ। বিশ্ব বাজারে চাহিদার ঘাটতি এবং রফতানি বাণিজ্যে ধাক্কার কথা অবশ্য মেনেছে মন্ত্রক। যদিও একই সঙ্গে রিপোর্টে দাবি, বিশ্বের আর্থিক অবস্থার ছবি ক্রমশ ইতিবাচক হচ্ছে। উন্নতির গতি সমান না হলেও, মন্দার আশঙ্কা কাটিয়ে বেশির ভাগ দেশের অর্থনীতি এগোচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত অনিশ্চয়তা বহাল ঠিকই। তবে বিশ্ব অর্থনীতির ঝুঁকি নিয়ে নেতিবাচক ধারণা ফিকে হচ্ছে। যা আর্থিক অগ্রগতিতে মদত জোগাবে। তার উপর ভারত আর্থিক ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ করেছে, তাতে দেশের অর্থনীতি পোক্ত। তবে পটনা আইআইটির অর্থনীতির অধ্যাপক রাজেন্দ্র পরামানিক বলছেন, "ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা কমার লক্ষণ কই! বরং জটিল হচ্ছে। লোহিত সাগর দিয়ে পণ্য চলাচলে বাধার কারণে জোগানে ঘাটতি ভারত-সহ বহু দেশের আর্থিক অগ্রগতির পথে সমস্যা তৈরি করবে। এ ছাড়া চলতি ভোটের মরসুমে সরকারের দান-খয়রাতি এবং নির্বাচনের বিশাল খরচ যে মূল্যবৃদ্ধিকে ঠেলে তুলতে পারে, তা-ও মনে রাখতে হবে।" আইসিএআই-এর পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনির্বাণ দত্ত বলেন, সবটাই বেশ কিছু 'যদি'র উপর ভিত্তি করে স্বপ্ন ফেরি। প্রত্যাশা মিলে গেলে সব ঠিক। কিন্তু এখন চলতে থাকা তীব্র তাপপ্রবাহ, পশ্চিম এশিয়ায় ইরান-ইজরায়েল এবং ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাত, বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের ব্যারেলের প্রায় ৮৮ ডলার ছোঁয়া দাম আশঙ্কা জিইয়ে রাখছে। অতিবৃষ্টি হলেও কৃষির ক্ষতি হবে। সব থেকে বড় কথা, কর্মসংস্থানের হার এখনও ঢিমে।" গত মাসে দেশের খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। শিল্পমহলের আশা, পরের ঋণনীতিতেই সুদের হার কমাতে পারে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক। সে ক্ষেত্রে কম সুদে ঋণ মিলবে। যা জ্বালানি জোগাবে ব্যবসায় এবং আর্থিক বৃদ্ধিতে। কিন্তু মঙ্গলবার শীর্ষ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর মাইকেল দেবব্রত পাত্রের নেতৃত্বে জাতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে, তার অলিগলিতে অন্য রকম সুর। সেখানে বলা হয়েছে, চরম আবহাওয়া মূল্যবৃদ্ধির সামনে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, সে ক্ষেত্রে শীর্ষ ব্যাঙ্কও এমন সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে চললে অদূর ভবিষ্যতে সুদ কমার সম্ভাবনা কতটা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্যান্য প্রতিবেদনের মতো এ ক্ষেত্রেও জানিয়েছে, মতামত লেখকের নিজস্ব। রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের মাপকাঠি অনুযায়ী খুচরো মূল্যবৃদ্ধির সহনসীমা ৬% হলেও, তাকে ৪ শতাংশে নামিয়ে আনতে চাইছে তারা।

সোনা (১০গ্রাম): ৭১৭৯৪
রূপা (১ কেজি) : ৮০৭৫৫
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩৮

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৭৩০.৬০
নিফটি—	২২৪১৯.৯৫
ন্যাসডাক—	১৫৬১১.৭৬
এ.সি.সি—	২৫২৪.৪০
ভারতী টেলি—	১৩২৫.৫০
ভেল—	২৭৮.৮০
এল এন্ড টি —	৪৭৭৭.৭০
টাটা মোটর্স—	৯৯৯.৩৫
টি.সি.এস. —	৩৮২৫.০০
টাটা স্টিল—	১৬৫.৮৫
ডাবর —	৫০৯.০০
গোদরেজ —	৮৭১.১৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫০৯.৭৫
আই.টি.সি.—	৪৩৯.৯৫
ও.এন.জি.সি.—	২৮২.৮৫
সিপলা —	১৪০৬.২৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৩৩৮.০০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৪৭৬.৮০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১১০৭.১৫
সেল—	১৬৮.৫০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮০১.৪০
সিমেন্স—	৫৭৩৯.০০
ফাইজার—	৪১৮৭.৫০
ইউনিটেক—	১১.৯৪
উইপ্রো—	৪৬৪.৬৫
ডা. রেড্ডি–	৬২৬৩.৭০
মারুতি—	১২৬৮৭.০৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৩০.০৫
টি সি আই —	৮৭৯.২০
মহানগর টেলি —	৩৭.৫০
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২৫১.১০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজকের দিন

আজ ২৭ এপ্রিল

১৫২১ পর্তুগালের নাবিক ফার্দিনান্দ মাগেলান নতুন দেশ আবিস্কারের জন্য বেরিয়ে এই দিন খুন হন। ফার্দিনান্দ কার্যত পর্তুগালকে অন্যদেশ আবিস্কারের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। পরে সেই নিদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে পর্তুগাল ও স্পেন থেকে আরও কিছু নাবিক জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তবে ফার্দিনান্দের জাহাজের কর্মীরা অধিকাংশই ছিলেন ভিন দেশিয়। তারা ফার্দিনান্দকে মানতে পারছিলেন না, তার রূঢ় স্বভাবের জন্য। ফলে তারা তাঁকে খুন করার চক্রান্ত করে সুযোগ বুঝে খুন করেও দেয়। ফার্দিনান্দ প্রশান্ত মহাসাগর ধরে এগোনোর সময় এই ঘটনা ঘটে। তাঁর জাহাজের নাম ছিল ভিক্টোরিয়া। তিনি ফিলিপিন্স এলাকায় প্রথম বা রাখেন। তাছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কয়েকটি দ্বীপ এলাকাতেও তিনি প্রথম ঢোকেন এবং সেগুলি পর্তুগালের অধীন এলাকা বলে ঘোষণা করে। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা এবং তিয়েরা ডেল ফুয়েগোর মধ্যে যে প্রণালীটি রয়েছে সেটিও প্রথম খুঁজে পান মাগেলান। সে কারণে ওই প্রণালীকে বলা হয় মাগেলান প্রণালী। ফার্দিনান্দ মাগেলানের জন্ম হয়েছিল ১৪৮০ সালে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৫২১ সালে। তাঁকে ইউরোপের অভিযাত্রীদের মধ্যে একজন পথিকৃত বলেই মনে করা হয়।

বেনীমাধব শীলের মতে

১৪ বৈশাখ, ভাঃ ৭ বৈশাখ, **২৭ এপ্রিল** ১৪ বহাগ, ৩ বৈশাখ বদি, ১৭ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৯। **শনিবার**, তৃতীয়া দিবা ঘ ৬।৪০ মিঃ। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৩ মিঃ। পরিঘযোগ রাত্রি ঘ ২।৮ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৬।৪০ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ৬।৩২ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ঘ ২।৫৩ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **যোগিনী**- অগ্নিকোণে, দিবা ঘ ৬।৪০ গতে নৈর্ঋতে। **কালবেলাদি**- ঘ ৬।৪৭ মধ্যে ও ১।১১ গতে ৬।৪৭ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৫৯ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৭।২৩ মধ্যে ও ৩।৪৭ গতে ৫।২১ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই। **শুভকর্ম্ম**-নাই। **বিবিধ**-চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

শব্দজাল- ৫৯২৫

১		২		৩		৪	
		৫					
৬	৭			৮	৯		১০
				১১		১২	
১৩		১৪	১৫				
		১৬			১৭		১৮
	১৯		২০				
	২১				২২		

পাশাপাশি ঃ- ১) যুদ্ধ। ৩) বৃদ্ধিকারক। ৫) পায়চারি। ৬) সছিলা। ৮) কর্দম। ১১) রসিক। ১৩) দারোগাবাবু। ১৬) একাধিকব্যক্তি। ১৭) বেহুলার শাশুড়ী। ২০) পাঁশুটে। ২১) সামান্য বিষয়। ২২) নিযুক্ত।

উপরনীচ ঃ-১) সিঁদুর পরিহিতা নারি। ২) গুজব। ৩) শক্তিকারি। ৪) মনিবন্ধ ৭) হিংস্র এক জানোয়ার। ৯) চাকর। ১০) শরম। ১৩) বাঘের পায়ের পাতা। ১৪) রেখা/ কলঙ্ক ১৫) যুদ্ধের ধূলো। ১৭) সোচ্চার। ১৮) নিস্তেজ। ১৯) মাতুল।

উত্তর - ৫৯২৪

পাশাপাশি ঃ-১) মদন ৩) বিষয়ক ৫) বাজরা ৬) জিরো ৭) রিজু ১১) নব ১৪) ছুলি ১৬) কাঞ্চন ১৭) তেজপাতা ১৮) লঙ্গর।

উপরনীচ ঃ- ১) মনোহারি ২) নবান্ন ৩) বিরাজিত ৪) কঙ্কাল ৮) জুতো ৯) কান ১০) কলিকাতা ১২) বর্গাদার ১৩) সলতে ১৫) অনল।

আপনার ভাগ্য

মেষ-অযথা ব্যয়। **বৃষ**- গৌরব বৃদ্ধি। **মিথুন**- মিথ্যাচার। **কর্কট**-পুলিশি ঝামেলা। **সিংহ**- সন্তান পীড়া। **কন্যা**-আর্থিক উন্নতি। **তুলা**-মানসিক ক্ষোভ। **বৃশ্চিক**-উচ্চপদ লাভ। **ধনু**-পাওনা আদায়। **মকর**-সহায়তা প্রাপ্তি। **কুম্ভ**- ভ্রমণে বিপদ। **মীন**- বাসনা পূরণ।

আগামীকাল

মেষ-স্বজন বিরোধ। **বৃষ**-সাহিত্যে সুনাম। **মিথুন**-শুভ যোগাযোগ। **কর্কট**- আঘাত প্রাপ্তি। **সিংহ**- শান্তিবিঘ্ন। **কন্যা**-চিত্তপ্রফুল্ল। **তুলা**-লগ্নিতে বাধা। **বৃশ্চিক**-বিনিয়োগ লাভ। **ধনু**-স্পষ্টকথায় বিপদ। **মকর**-আয়ের পথ সুগম। **কুম্ভ**- ব্যভিচার। **মীন**- বিপদ যুক্ত।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

জেলায়-জেলায়

রামনবমীতে ‘বিক্ষিপ্ত অশান্তি’ হয়েছে, আদালতে রিপোর্ট দিয়ে দাবি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় রামনবমীর মিছিল ঘিরে অশান্তির ঘটনায় রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে আজ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে সিআইডি এবং পুলিশের তরফে আলাদা আলাদাভাবে রিপোর্ট জমা পড়ল। রিপোর্টে এদিন অশান্তির কথা স্বীকার করা হলেও বড়সড় কিছু ঘটেনি বলেই দাবি করা হয়েছে।

এদিন রাজ্য পুলিশের তরফে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেন। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, কিছু কিছু এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া বহরমপুরে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তার বাইরে বড় রকমের কোনও ঘটনা এখনও পর্যন্ত তদন্তে উঠে আসেনি। রাজ্যের রিপোর্ট দেখার পরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এনআইএ’কেও একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে কলকাতা হাই কোর্ট। সেক্ষেত্রে এনআইএ রিপোর্ট খতিয়ে দেখবে যে এই বিষয়ে তদন্ত করা যাবে কিনা। আগামী ১০ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে সিবিআই এবং এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। আদালত এই সংক্রান্ত রিপোর্ট এনআইএ জমা দিতে বলেছে পরবর্তী শুনানিতে। তার ভিত্তিতে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে কলকাতা হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, এর আগে এই মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন যেখানে মানুষ ৮ ঘণ্টা নিজেদের উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে পারছে না সেখানে ভোট পিছিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এরপর তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এর পিছনে কাদের প্ররোচনা রয়েছে তা জানা দরকার। তারপরে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জোড়া রিপোর্ট তলব করেছিল কলকাতায় হাইকোর্ট। একটি সিআইডিকে এবং অন্যটি মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারকে জমা দিতে বলেছিল।

প্রসঙ্গত, রামনবমীর দিন অশান্তি হতে পারে সে কথা আগেই আশঙ্কা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে বিরোধীরা পালটা তাঁকে কটাক্ষ করেছিলেন। তবে আশঙ্কার আঁচ পেতেই রামনবমীতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য নির্বাচন কমিশন থানাগুলিকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও রামনবমীর দিন হিংসা এড়ানো যায়নি। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শক্তিপুর থানা ও বেলডাঙা থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা। শক্তিপুর থানা এলাকায় একদল দুষ্কৃতী রামনবমীর মিছিলে হামলা চালায়।

অন্যদিকে, মানিক্যহারে দুষ্কৃতীরা বাড়ির ছাদ থেকে মিছিলে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। এই সমস্ত ঘটনার জেরে ২০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছিলেন। তাদের দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। কিন্তু, তাঁকে হাসপাতালে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়।

বাতিল প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধরের প্রার্থী পদ, কোর্টে যাচ্ছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৬ এপ্রিলঃ আর মাত্র কয়েকদিন পরই ভোটগ্রহণ হবে বীরভূম কেন্দ্রে। আগামী ১৩ মে, চতুর্থ দফার ভোটের আগে বাতিল হয়ে গেল বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের প্রার্থী পদ। আজ, শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এই প্রাক্তন আইপিএসের প্রার্থী পদ বাতিল করা হয়েছে। তবে কোনওভাবেই জমি ছাড়তে রাজি নয় গেরুয়া শিবির। তড়িঘড়ি ওই আসনে নতুন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। নয়া প্রার্থীর নাম দেবতনু ভট্টাচার্য। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ‘নো ডিউ’ সার্টিফিকেট না দেওয়ায় দেবাশিসের প্রার্থী পদ বাতিল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দেবাশিস ধরের নাম ঘোষণা করে চমক দিয়েছিল বিজেপি। তৃণমূলের শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছিল তাঁকে। পরে এই প্রার্থীকে নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল। সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক জনসভায় গিয়ে প্রাক্তন আইপিএসের কথা বলেছেন। তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন বিধানসভা নির্বাচনের সময় যখন গুলি চলেছিল শীতলকুচিতে, তখন জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন দেবাশিস ধর। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন দেবাশিস ধর। এরই মধ্যে আচমকাই বাতিল হয়ে গেল তাঁর প্রার্থী পদ। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই ঘটনার আঁচ আগেই পেয়েছিল বিজেপি। গতকালই বিজেপির আর এক প্রার্থী দেবতনু মনোনয়ন জমা দেন। দেবতনু রাঢ় বঙ্গের বিজেপি কো-কনভেনর।

কাঞ্চনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন কল্যাণ, এ বার রচনাকে সাবধান করে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৬ এপ্রিলঃ হুগলি লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক এবং শ্রীরামপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে চুঁচুড়ায় পড়ল পোস্টার। সেই পোস্টারে যা লেখা হয়েছে তার মর্মার্থ, আজ কাঞ্চনের সঙ্গে যা হয়েছে আগামিদিনে রচনার সঙ্গেও হতে পারে। শেষে লেখা হয়েছে, ‘জয় বাংলা’। কারা এই পোস্টার সাঁটিয়েছেন তা এখনও অজানা।

বৃহস্পতিবার প্রচারে বেরিয়ে শ্রীরামপুর লোকসভার বিদায়ী সাংসদ তথা এ বারের প্রার্থী কল্যাণ তাঁর প্রচার গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন কাঞ্চনকে। কল্যাণের যুক্তি ছিল, কাঞ্চনকে দেখে ‘ভীষণ রিয়্যাক্ট’ করছেন গ্রামের মহিলারা। কাঞ্চন বিনা বাক্যব্যয়ে কল্যাণের গাড়ি থেকে নেমে যান। কিন্তু তাতে বিতর্ক ঠেকানো যায়নি। পাশাপাশি, প্রশ্ন উঠেছে, কাঞ্চনকে দেখে আপত্তি করার কারণ কী? অভিনেতা-বিধায়ক সম্প্রতি দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন। তাই কি আপত্তি? উত্তর মেলেনি কল্যাণের কাছ থেকে, আপত্তিকারীদেরও এই প্রসঙ্গে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে শুক্রবার পোস্টার পড়ল চুঁচুড়ায়। যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, বাংলায় শিল্পীদের কোনও দাম নেই।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল রচনাকে। তিনি বলেন, “সব শিল্পীরই সম্মান পাওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। তবে কাঞ্চনের ক্ষেত্রে কী পরিস্থিতি হয়েছিল সেটা আমার জানা নেই, তাই বলতে পারব না। আমার সঙ্গেও হতে পারে এই মর্মে যদি পোস্টার পড়ে থাকে, আমি বলব আমার সঙ্গে এখনও হয়নি। আমি কাঞ্চন বা কল্যাণদাকে কাউকেই সমর্থন করছি না। কারণ বিষয়টা আমি পুরোটা জানি না কী ঘটনা ঘটেছিল।”

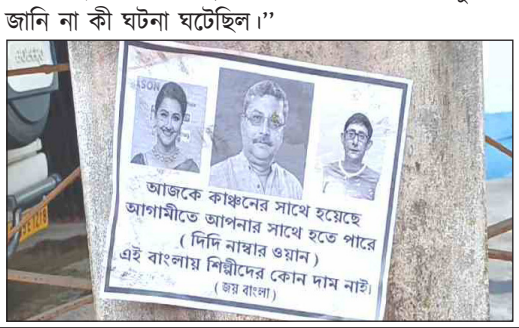

কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে সন্ধান মিলল কয়লার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৬ এপ্রিলঃ আসানসোল শহর থেকে কাছেই জায়গাটি। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে এই জায়গাটি। আর সেখানেই খোঁজ মিলেছে কয়লার। সূত্রের খবর, আসলে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কুয়ো খোঁড়ার কাজ চালানো হচ্ছিল। মূলত গরম পড়লে আসানসোলে স্বাভাবিকভাবেই জলের সংকট দেখা দেয়। সেকারণেই সেখানে কুয়ো খোঁড়ার কাজ চলছিল। আর কুয়ো খুঁড়তে গিয়েই বেরিয়ে এল কয়লা।

জল পাওয়ার জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছিল। কিছুটা খোঁড়ার পরেই দেখা যায় মাটির নীচে থরে থরে সাজানো রয়েছে কয়লার স্তর। কলেজের অধ্যক্ষ অবশ্য বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত সেই কুয়ো খোঁড়ার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গোটা বিষয়টি পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক ও পুরসভার মেয়রকে জানানো হয়।

সূত্রের খবর, প্রায় ২২ ফুট খোঁড়া হয়েছিল। তারপরই কয়লার সন্ধান মেলে। এরপরই অধ্যক্ষ জেলাশাসক ও আসানসোল পুরসভার মেয়রকে পুরো ঘটনা লিখিতভাবে জানিয়ে দেন। আসলে কয়লা হল জাতীয় সম্পদ। সেক্ষেত্রে সেই কয়লা বিনা অনুমতিতে কোনওভাবেই সরানো যায় না। সেকারণেই দ্রুত কলেজের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হয় উপরমহলে।

সূত্রের খবর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের লাইন থেকেই কলেজের হস্টেলে জল আসে। কিন্তু বর্তমানে জলের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। এরপরই কুয়ো খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো কুয়ো খোঁড়ার কাজ শুরু হয়। কিন্তু কুয়ো থেকে জলের বদলে উঠে এল কয়লার স্তর। এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে এই এলাকায় কয়লা থাকলেও থাকতে পারে। তবে গোটাটা পরীক্ষা না করলে বলা সম্ভব নয়।

এদিকে দেউচা পাঁচামিকে ঘিরেও নতুন করে স্বপ্ন বুনছে গোটা বাংলা। বীরভূমের মহম্মদবাজারে মাটির নীচে থরে থরে সাজানো আছে কালো সোনা। আর সেই কয়লা উত্তোলনের জন্য প্রাথমিক প্রক্রিয়া হল জমি হস্তান্তর করা। প্রস্তাবিত কয়লাখনি গড়ার ক্ষেত্রে যে নোডাল এজেন্সি সেই পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমকে প্রথম ধাপের জমি হস্তান্তরে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। সব মিলিয়ে তিনটি মৌজায় ৩৭ একরের মতো জায়গা হস্তান্তর করা হয়েছে। এই জমিতে খনি তৈরির জন্য কার্যালয়, পুনর্বাসন দেওয়ার মতো ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই এই দেউচা পাঁচামি এলাকায় কয়লা উত্তোলনের জন্য প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে যাতে কোনওভাবেই কোনও জটিলতা তৈরি না হয় সেকারণে সবরকমভাবে সতর্ক হয়ে পা ফেলছে সরকার। কারণ বাম আমলে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিল সরকার। নন্দীগ্রামের ঝড় কার্যত উড়িয়ে দিয়েছিল বাম সরকারকে। তবে দেউচা পাঁচামির যে জায়গায় কয়লা উত্তোলনের জন্য আগে থেকেই ৪৩০ একর জায়গায় চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ভোটের মধ্যেই উদ্ধার বিজেপি কর্মীর দেহ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ এপ্রিলঃ দ্বিতীয় দফা ভোটের আগের রাতে বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার। ময়নায় বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত বিজেপি কর্মীর নাম দীনবন্ধু মিদ্যা(১৮)। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাকচার গোড়ামহল গ্রামে। পরিবার সূত্রে দাবি, বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বাড়ি থেকে বেরনোর পর আর ফেরেননি দীনবন্ধু। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করা হলেও লাভ হয়নি। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাড়ির অদূরে পানের বরজে যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। বিজেপির দাবি, অপহরণের পর তাঁদের কর্মীকে খুন করা হয়েছে। স্থানীয়রা এই ঘটনায় বিক্ষোভ দেখান। ওই যুবককে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে এলাকাবাসীর দাবি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। মৃতের পরিবার এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। জানা গেছে, দীনবন্ধু যে সময় বাড়ি থেকে বেরোন, তখন তাঁর পরনে ছিল ঘরোয়া ধুতি। সঙ্গে মোবাইলও ছিল। আর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর দেখা যায় পরনের ধুতির কিছু অংশ ছিঁড়ে সেটি দিয়েই পান বরজের উপরে থাকা একটি লোহার রডের সঙ্গে বাঁধা ছিল তাঁর দেহ। ধুতির বাকি অংশ পাশেই পড়ে ছিল। মৃতের পরিবারের দাবি, দেহটি ঝুলে থাকলেও হাঁটু মোড়া অবস্থায় মাটিতে লেগে ছিল। সেই সঙ্গে দীনবন্ধুর হাঁটুতে রক্তও দেখতে পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। দীনবন্ধুকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলেই দাবি পরিবারের।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

ডাকাত বলছে চোর ধর

রাজনীতিতে সবই সম্ভব। ডাকাত বলে চোর ধর। চোর বলে ডাকাত ধর। অমুক দলের সবাই চোর, অমুক দলের সবাই সৎ। আসলে বর্তমান সময়ে গত এক যুগ ধরে যা দেখা যাচ্ছে তাতে রাজনীতিতে আছে অথচ চুরি চামারি করে না, কাটমানি খায় না এরকম লোক দুরবীণ দিয়ে দেখতে হবে। একটা সময় ছিল যখন অবস্থাপন্ন বাড়ীর লোকেরা রাজনীতি করতে আসত। তাদের ধন দৌলতের অভাব ছিল না। চুরি চামারি করে ঘর বাড়ী করার প্রয়োজন হত না। বরং নিজেদের ঘর বাড়ী জমি জমা, কোথাও হাসপাতাল, কোথাও স্কুল, কোথাও কলেজ, কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও মন্দির, কোথাও গির্জা, কোথাও মসজিদের জন্য দান করত। সারা দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে অধিকাংশ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল কোন না কোন ব্যাক্তির নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হয় তিনি জায়গা দিয়েছেন নতুবা অর্থ দিয়েছেন। গত তিন-চার যুগ ধরে ঠিক তার উল্টোপথে চলেছে দেশের রাজনীতি। যারা রাজনীতিতে ছিলেন বা এখনও আছেন তারা কোন কিছু দিতে আসেননি, নিতে এসেছেন। সরকারী টাকায় কোন হাসপাতাল হচ্ছে নাম হচ্ছে কোন নেতার। সরকারি টাকায় রাস্তা হচ্ছে নাম হচ্ছে কোন মন্ত্রীর। কোথাও কলেজ হচ্ছে রাজনৈতিক নেতার নামে হচ্ছে যার কোন অংশগ্রহণ নেই সেই কলেজে। একই রকম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, হাসপাতালের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। আসলে গত কয়েক যুগ ধরে ভিখারীরা রাজনীতিতে আসছে কোটিপতি, অর্বুদপতি হওয়ার জন্য। এটা কোন একটি দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রযোজ্য সব দলের ক্ষেত্রে।

ইদানিং কালে যে দলটি দেশের ক্ষমতায় সেই দলে এমন কাউকে দেখা যায়নি যারা দেশের জন্য কোথাও কিছু দিয়েছেন। নিয়েছেন অনেক কিছু। জনগণের টাকায় সুখ ভোগ করার লোকের সংখ্যা এই দলে সবচেয়ে বেশী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আরএসএস প্রধান (বর্তমানে) দেশের জনগণের টাকায় নিরাপত্তা পান। দেশের জন্য কিছু করেন না। বরং দেশে হিন্দু-মুসলিম, হিন্দু রাষ্ট্র, ভারত-পাকিস্তান এসব করে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এরকম কাজে উৎসাহ দেন। তেমনি দেশের প্রধান তার বিলাসিতা এত উচ্চমার্গের আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও হার মানাবে। দেশের জন্য এরা কি করছেন তার ঠিকানা নেই। জলের মত টাকা খরচ করে যাচ্ছেন। কোটি কোটি টাকার ফুল কিনে রাস্তায় ছড়াচ্ছেন। দেশ কোন দিকে যাচ্ছে সেই দিকে এদের ধ্যান একেবারেই নেই। এরা এসেছেন শুধু জনগণের টাকায় বিলাসিতা করতে। এমন ব্যক্তিও এদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন যিনি অন্য এক প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া কোট পরে বিদেশে গেছেন। কারণ তার কাছে কোট কেনার মত পয়সা ছিল না। তিনি সরকারী টাকায় তা কিনতে চাননি। আর একজন প্রধানমন্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে যিনি প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছয় বার পোষাক বদলান, প্রত্যেকবার নতুন। বাকি তার পেছনে যা খরচ প্রতিদিন একটা করে কলেজ হতে পারে।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

তবে তার সঙ্গে যদি সুখের সামান্য সম্বন্ধও থাকে তবে তা অবশ্যই বন্ধনকারী হয়ে যাবে। সূর্যে যেমন উপভোগ্যতা নেই, তেমনই কর্তৃত্বও নেই। সেই সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই নিত্য কর্ম ত্যাগ না করা এবং নিত্য কর্ম সাধনের সব সময় তৎপর থাকা সূর্যের নিজসত্বস্ব বৈশিষ্ট্য। কর্মযোগীকেও এইভাবে নিজের নিত্য কর্ম প্রতিদিন যথাসময়ে করবার জন্য তৎপর থাকতে হবে। এইজন্য কর্মযোগের প্রকৃত অধিকারী সূর্যকে জেনেই ভগবান সর্বপ্রথম কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সেই পরম্পরার উল্লেখ করে এই বিষয়ে গূঢ় রহস্য জানিয়েছিলেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।। (গীতা ৪।১-৩)

'আমি এই অবিনাশী যোগ বিবস্বান (সূর্য)-কে বলেছিলাম। সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে বলেছিলেন আর মনু তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। হে পরন্তপ অর্জুন! এইভাবে পরম্পরাগত প্রাপ্ত এই যোগকে রাজর্ষিরা জেনেছেন।

ক্রমশ...

মিরিকোনডিবিয়ায় নন্দ বসাক

(কল্পবিজ্ঞানের গল্প)

তরুণার্ক লাহা

(পরবর্তী অংশ...)

নন্দ এখন ভাবছে,ফুলকি সেদিন মিথ্যে স্বপ্ন দেখে নি। তবে সে তো ইচ্ছে করে পালিয়ে আসে নি। এই আজব লোকটা না নিয়ে এলে এখন ফুলকির পাশে বসে খাবার খেত।

নন্দ আজ বুঝতে পারছে অন্য গ্রহের অস্তিত্ব। যাবার ব্যবস্থাও আছে। ফুলকি যদি তার সাথে মাঠে আসত তাহলে দুজনে একসাথে এই আজব লোকটার সাথেই অন্য গ্রহে চলে যেত। নন্দ আজব লোকটাকে বলে- তোমার যন্ত্রটাকে ঘোরানো যায় না?

আজব লোকটা মাথা নেড়ে বলল- না। আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই আমাদের গ্রহে পৌঁছে যাব।

বলতে বলতে আবার একটা ঝটকা। চোখ ধাঁধানো আলো দেখতে পায় সামনের কাচ দিয়ে। অনেকক্ষণ কিছু না খেয়ে রয়েছে নন্দ। একটু ক্ষিদে ক্ষিদে ভাব লাগছে। আজব লোকটা কৌটো থেকে একটা চৌকো ক্যাপসূল বের করে নন্দর হাতে দিয়ে বলে- এটা খেয়ে নাও।

ক্যাপসূলটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকে নন্দ। বেশ নরম তুলতুলে। রঙটা বেশ। না লাল,না নীল। এরকম রঙ জীবনে দেখে নি। ভাবছে খাবে কিনা।

আজব লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলল- ভাবনার কিছু নেই। এটা না খেলে আমাদের গ্রহে নামতে পারবে না। আমরা তোমাদের মতো পেট পুরে খাই না। দেখছ তো আমাদের পেট কতো সরু। একটা ক্যাপসূল খেলেই আর কিছু খেতে হবে না। এবার চোখবন্ধ করে খেয়ে নাও। আর মনে মনে যে স্বাদটা ভাববে সেটাই তোমার মুখে আসবে।

নন্দ খুব মজা পায়। এমনও হয়? এরকম ক্যাপসূল সে যদি অনেকগুলো পেত তাহলে পরিশ্রমের কোনো দরকারই ছিল না। দু বিঘা শস্যর জন্য সারাবছর মাঠে গিয়ে হা পিত্যেস করে বসে থাকতে হতো না। ফুলকিও বেশ খুশি হতো। ওকে হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হতো না। সারাদিন দুজনে বসে শুধু সুখ দুঃখের গল্প করত।

আজব লোকটা বলে- তোমাদের পৃথিবীর লোকেরাও একদিন এই রকম ক্যাপসূল তৈরি করবে।

নন্দ হঠাৎ বলে- সবই ঠিক আছে। কিন্তু ফুলকির হাতের রান্নার স্বাদ কি এর মধ্যে পাবো?

- আগেই বলেছি। যা মনে করবে তাই পাবে।

যন্ত্রটার গতি হঠাৎ কমে আসে। নন্দ বুঝতে পারে নতুন গ্রহে পৌঁছাতে আর বেশি দেরী নেই। নন্দ ক্যাপসূলটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। ডাল,আমের চাটনি,আর কুচো মাছের কালিয়ার কথা ভাবতে থাকে। আশ্চর্য,ঠিক সেই স্বাদ। অপূর্ব।

আস্তে আস্তে যন্ত্রটা থেমে যায়। সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। আজব লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। লম্বায় বড়জোড় চারফুটের বেশি হবে না। নন্দর বেল্টও আপনাআপনি খুলে যায়। নন্দর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে- এস আমার সাথে।

নন্দ আজব লোকটার হাত ধরে। ইস কি শক্ত। লোহার সাঁড়াসি যেন। লিকলিকে শক্ত হাত ধরে নন্দ নতুন গ্রহে পা রাখে।

আজব গ্রহের মাটিতে পা রেখেই নন্দ হতবাক। মাথার উপর আকাশটা নানা রঙের। দিন না রাত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একটা গোল জিনিস আকাশে ভাসছে। ওটা চাঁদ নাকি সূর্য?

আজব লোকটা নন্দকে বুঝিয়ে বলে- ওটা সূর্য। আসলে এটা অনেক দূরের গ্রহ। তাই আলোটা খুব কম। খুব একটা তেজ নেই। এতে আমাদের সুবিধাই হয়েছে।

নন্দ তাকিয়ে দেখে গাছ রয়েছে কিন্তু গাছে পাতা নেই। গাছে কালো রঙের ফল ঝুলে আছে। ধারে পাশে জলের চিহ্ন দেখতে পেল না। একটা পুকুর দেখতে পেল। এতে জল নেই। সাদা রঙের দুধের মতো কিছু একটা রয়েছে।

রাস্তা ঘাট বলতে কিছু নেই। সারা এলাকা চ্যাপ্টা থলার মতো মসৃন। লোকজন কেউ হেঁটে যাচ্ছে না। ছোট ছোট যন্ত্রযানে চড়ে এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে। বাড়ি ঘরগুলো তাবুর মতো। তবে সাদা রঙের। আজব লোকটা বলল- সামনেই আমার বাড়ি। চলো।

নন্দ হাঁটতে থাকে। বেশ হাল্কা লাগছে। ঠাণ্ডা গরম কিছুই অনুভূত হচ্ছে না। খুবই মনোরম আবহাওয়া। নন্দ হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করে- এখানে ঝড় জল হয় না।

আজব লোকটা উত্তরে বলে- না। পৃথিবীর মতো এখানে জল পড়ে না। দশ বছর ছাড়া ছাড়া দুধ বর্ষণ হয়। নদী নালা পুকুর দুধে ভরে যায়। এই দুধ থেকেই আমরা খাবার তৈরি করি।

নন্দ ভাবতে থাকে দুধ বৃষ্টির কথা। ইস,এখানের মতো দুধ বৃষ্টি হলে কি সুন্দরই না হতো। দুধ কেনার জন্য কোনো টাকা কড়ি লাগত না। ফুলকি দুধ খেতে খুবই পছন্দ করে। ভাতের সাথে একটু দুধ হলেই ব্যস। বরেন গয়লার কাছে দুধ নেয়। দুধ না জল বোঝা দায়। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল- বরেনদা,দুধে এত জল দাও কেনে?

(পরবর্তী অংশ পরের শনিবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কবিতা

মানস প্রতিমা

পশুপতি ভদ্র

একমাত্র বিকল্প,
মানুভূমের এই যে ডাগর উঠোনে বিস্তীর্ণ ভূমি,
লতা গুল্ম, এক অরণ্য বৃক্ষের সমারোহ,
নিত্যদিন ছৌ, ঝুমুর, গালগল্পে কবিরাজী গল্প,
উৎসবে উৎসুক, কখনো যেন প্রখর বিয়োগ,
দারিদ্র্যতা বুকে নিয়ে বাঁচে গো দরিদ্র।

তীব্র প্রত্যাশায় কবি,
বুকে নিয়ে তার কষ্ট, প্রথম সাক্ষাতে খাসমহল,
শ্রাবণ শ্রাবণ আঁখি তার বিধ্বংসী প্রভাব।

কুমারীর জল,
পাঁকাল পুকুরে পানকৌড়ির মতো কত যে ডুব,
জমে ওঠে ভালোবাসা, - দুরন্ত সাঁতার,
জনারণ্যে মানস প্রতিমা,
নবীন কবি, সৃজনে সক্ষমতার রাখে পরিচয়,
অহরহ করে যেন সাহিত্য সাধনা।

এক আশ্চর্য মুহূর্ত

বিধান শীল

অন্ধকারের ভেতর একগুচ্ছ আলো এসে পড়ল
সারা ঘর ঘুরে বেড়াল আনন্দ !
ভালোবাসা জড়িয়ে ধরল এক আশ্চর্য মুহূর্ত !
আমার আত্মজাকে দেখে জুড়িয়ে গেল দু' চোখ
পাতারা ফুলের সাথে ভাব জমাতেই জড়িয়ে ধরল মায়া
দাবদাহ আর রোদের মাঝে দুলতে থাকে শীতল ছায়া
বুকের নরম মাটিতে কোমল হাওয়া লাগতেই
জন্ম নেয় পরম সুখ।

রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ

তন্ময় কবিরাজ

এতো পড়াশোনার কি দরকার?
চটি চাটা জীবন
আমার অহংকারের রেজাল্টগুলো আমার নয়
ওটা ভোটের আগে ভাতা ছিল
কলেজের ভিড়ে যখন জানলাম নিজেকে
তখন সবটাই বাকি
ভিন্ন শাসকের ভিন্ন সিলেবাস
আমি হাতড়ে বেড়াই ডিগ্রি কাঁধে
প্রতিযোগিতার অজুহাতে দুর্নীতি
আর হাজার স্বপ্নের গণহত্যা
আমি আজও বোকা,তাই বেকার
আমি মধ্যবিত্ত সুবোধ গোপালের বন্ধু
লোকের টাকা চুরি করতে শিখিনি
বাবা আমার হাতে ধরে লোক ঠকাতে বলেনি
আমি কবি হলে নববর্ষের ন্যাকামো করব না,
ইতালি খাবার হাতে বাংলার ভাষার আদিখ্যেতা
দেখাবো না,আমি বাঙালি তাই আমার মত করে
দুনিয়া দেখবো একদিন-
বিবেক হারালে রাজনীতি করতাম
মিথ্যা আশায় বাঁচিয়ে রাখতাম অনাহার
ভাতের বদলে চলাই দিয়ে কাটিয়ে দিতাম দিন
তোমার জমি কব্জা করে দিতাম উন্নয়ন
বড় ভুল করেছি ,রবীন্দ্রনাথ
তুমিও দেখনি আমার অবক্ষয়
ভালো হতো কলমের জায়গায় পার্টির পতাকা
মা হয়তো কাঁদত,বাবা দেখতো আদর্শ পুড়ছে
ঈশ্বর বলতো,"এ ভাবে বেঁচে থাক আমার পৃথিবীতে।"

জ্বলে হামদের মনে আগুন

সলিল রায়

দাও ! দাও ! জ্বলে আগুন!
মানুষ জ্বালায়, জঙ্গলে আগুন।।
জ্বলে শুশুনিয়া, অযোধ্যা, বান্দোয়ান-
দাও ! দাও ! জ্বলে আগুন ।।
বাবুরা বলে, গাঁয়ের মানুষ
জ্বালায় আগুন, গরম করে মহুয়াবন।।
একসাথে একইদিনে, একই সময়ে
দাও ! দাও ! জ্বালায় আগুন !!
গাঁয়ের মানুষ জন্তু পোড়ায়,
আগুন জ্বলে, আগুন জ্বালায় ।।
কি দোষ হ্যামদের বাবুরা,
আগে আগুন তো থামাও !!
দুদিন গ্যালো- নাই বা থামলো আগুন!
পাখি পালায়, জন্তু পালায়।।
জ্বলে হামদের পেটে আগুন,
জ্বলে হামদের মনে আগুন।।

ক্ষমা

সঞ্জীব দে

ক্ষমার বিপরীতে সেই ক্ষমারই স্থান হোক
বেলাশেষে ক্ষমাই বিজয় পাক,
সহজলভ্য পথে চলে ক্ষমা
সদা ইতিহাস হয়ে থাক।
ক্ষমা ভিক্ষাতো আমি চাইতেই পারি
তাতে সরমের নেই রাখডাক,
উদারতা তোমার মুঠো বন্দী দেখি
ক্ষমার নামেই তুমি হতবাক !
তোমার উচ্চতা গগণচুম্বি জানি
তোমার পূন্যি মাপা বড় দায়,
কড়ায় গন্ডায় হিসেবের খাতাখানি
তোমার অহংকার তাইতো ভাবায়।
দুনিয়াটা জ্বলছে দুঃখের দহে
তুমি আর বাড়িওনা তাপ,
তুমিও তো গেছো কত মন্দির,দরগায়
যদি কিছু ধোয়া যায় পাপ।
প্রতিশোধের খেলাতো চলছে ,চলবে
ক্ষমা শোধের শর্ত হয়ে থাক,
ক্ষমা আছে তাই স্বপ্নটা আছে
বাকি সব ধুয়েমুছে যাক।

আশ্বাস

আব্দুল্লাহ আল মামুন রিটন

আমার অতলান্তে যে নীল দরিয়া
সেখানেও নিত্যদিন ভাসে স্বপ্ন তরী।
হেসে হেসে উড়ে যায় সাদা বক
পালকে লিখা থাকে- ভালো আছি।
মেঘরাও নেমে এসে রোজ রোজ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে খেলে জলকেলি।
পূবাল বাতাসে ভেসে এসে বলে
চলো, আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি।

হুমচানি

হরিপদ মাহাতো

ইধার উধার ঢনক্যে বুলি
টহল্যে ঘুরি কুলহি কুলহি
গবচ্যে ব'সি কুলহির পিঁড়হাটায়,
রঁহে বস্যে কাটে দিন
শুইধব কিসে দাদন ঋণ
প্যাদা কহনি মুহেল্ল্যে আপনি আওড়ায়।
বছর দিনে একবার চাষ
না রুয়ালে গটাটায় বাঁশ
মাঠে গঠে মোক্কে বুলে হাইলা,
যার সঙে কথা নাই
কুথায় গেলে তাকে পাই
ফালতু হবেক নাম ধ'রে গাইলা।
ধন্যি যুগের ধন্যি হাওয়া
ধন্যি মাইরে চাওয়া পাওয়া
ভাইবে ভাইবে মনটা যাছে বাঝাঁএঃ,
লকের দ্যাখে রইতে লারি
দেখাতে যাঁয়ে ভড়কদারি
খা'টে খা'টে জীবন যাছে ঝাঁকাএঃ।
মড়কচাতে ইঁদুর দৌড়ে
জল ভরাছি মাইঝার গাড়ে
দ্যাখে শুইনে ল'কে মুচকি হাসে,
চ্যাঙা তাড়ো কইরব্য কি
ভস্মে ঢালা হছে ঘি
ফেরে প'ড়ল্যে কেউ থাকে নাই পাশে।।

নির্মম ইচ্ছে

বাবুল সূত্রধর

নিস্তব্ধ পথ ধরে বহু দূর চলে যাব--
যতটা দূরে গেলে ঐ দহনের আঁচ
ছুঁতে পারবে না আমায় আর,
নীলের কোনো দিগন্ত থাকে যদি
সেখানে মাটি জমিয়ে রাখবো।
কোলাহলের এই শহরে প্রতিটি দেওয়াল
বার বার বলে "ভালো থেকো"
তোমার কণ্ঠ নকল কোরে, তবুও আমি
ভালো থাকি না, অস্থির হয়ে উঠি।
তোমাকে শুনতে বার বার
আকাশের গায়ে কান পাতি,
চেষ্টা করে যাই অহরহ তোমার স্পর্শ
অনুভব করতে বাতাস ছুঁয়ে, ভেসে যাই
পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জলে ---

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

নিয়তি

কিরণময় পাত্র

আজ'কে মানি,
কাল কী জানি?
হাল কী হবে?
পাল কি পাবে?
আশার বাতাস,
এ বারোমাস।
যেমন চাষী,
হয় বিশ্বাসী।
করতে চাষ,
মেটাতে আশ।
ভাঙছে মাটি,
করতে খাঁটি।
লাগায় চারা,
আত্মহারা।
ফলবে ফল,
জাগবে বল।
আসবে হাসি,
বাজবে বাঁশি।
মধুর সুরে,
মনের ঘরে।
পড়ল শিলা,
কাটল লীলা।
নিঃস্ব হলো,
স্বপ্ন গুলো।
ছিঁড়লো পাল,
থামলো হাল;
এই তো কাল।
কয় নিয়তি,
এমনি রীতি।
নেইকো প্রীতি,
শূন্য গীতি;
জাগায় ভীতি।
জীবন চাষী,
হয় উপোসী।
হারিয়ে হাসি,
অশ্রুরাশি;
পড়ছে খসি,
ধূলায় আসি।

ভীতু

কিশলয় গুপ্ত

আপনি আমাকে ভীতু বলতেই পারেন।
তবে মনে রাখবেন - কানাকে কানা,
খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই গণতন্ত্রে।
গোটা মানচিত্র আঙুল তুলবে,
বলবে আপনি চোর, আপনি চোর এবং...
ঘুম ভাঙলে নিজেই বলবেন "আমি চোর"
একবার ভীতু বলে দেখবেন নাকি?

আমি কি পেতে পারি না

সমীর কুমার ভৌমিক

বেশ! ধরেই নাও তুমি জিতে গেছ
আর আমাকে হারিয়েছ -
এটা তোমার ভাবনা।
কিন্তু তোমাকে জেতানোর জন্যই
আমি শর্তহীন হেরেছি -
এটা আমার ভাবনা!
কারণ, তোমার জয় আমার জয়,
আলাদা ভাবতে পারিনি।
পরাজয়ের গ্লানি থাক একান্ত আমার।
কিন্তু অপ্রত্যাশিত তোমার আঘাত
আমার মর্মে যে ক্ষত করে
তা থেকে মুক্তি পাব কেমন করে?
বিশল্যকরণী? - সে তো তোমার কাছেই,
না দিলে - জোর করতে পারি কি?
সে যে আমার প্রকৃতিতেই বাধে।
যদিও হৃদয় অবিরাম কাঁদে!
শুধু তোমারই একটু অমৃতধারার আশায়,
আমি কি পেতে পারিনা?

সপ্তর্ষি মন্ডল

চম্পা মান্না

যুগ যুগ ধরে সপ্ত ঋর্ষি,
যোজ্ঞা সনে বসে,
কত সাক্ষী নিস্তব্ধ রাত্রির,
সত্য-ত্রেতা-দাপর-কলির।
সাক্ষী কত ইতিহাসের
গ্রীষ্ম-বর্ষা-হিমেল শীতের।
হাহাকার ক্ষুধার, চাপা আর্তনাদের,
সুখ-দুঃখে গড়া অট্টালিকার,
সভ্য-অসভ্য সমাজ, সৃষ্টির প্রথম ধাপে।
তোমার সাক্ষী, আজও সাক্ষী
পুরানো থেকে আধুনিক যুগে।
উওরাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র,
তমসা-জ্যোৎস্না নিশি তোমাতেই অন্ত।
সাক্ষী তোমরা পরিবর্তনের,
সমাজ গড়ে ওঠার_
তোমার চন্দ্রের মতো সত্য, আদি-অনন্ত,
অনু-পরমাণুর ভাঙ্গা খেলার সাথী_
তোমরা সৃষ্টির সেই রূপ,
উওরাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্তূপ।

রাজ্য

এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ ২৬ এপ্রিল লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সারা দেশে ১৩ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৮৮ টি নির্বাচনী কেন্দ্রে শুক্রবার ভোট । এর আগে এই পর্বে ৮৯টি আসনে ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বহুজন সমাজ পার্টির একজন প্রার্থীর মৃত্যুর পর মধ্যপ্রদেশের বেতুলে ভোটগ্রহণের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ বাংলায় তিন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। রায়গঞ্জ, বালুরঘাট এবং দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ আপাতত মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ বলে দাবি করলেও তৃণমূল মানতে নারাজ। এইদিন ভোটগ্রহণ শুরু হতেই তৃণমূলের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদের প্রভাবিত করছে। তাদের ভয় দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুধু তাই নয় কিছু কিছু ভোটারকে ভোটদানে বাঁধারও সৃষ্টি করছেও তারা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগ দায়ের করেছে ঘাসফুল শিবির। এইদিন ভোট শুরু হতেই কমিশনে অভিযোগ আসতে শুরু করে। রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাট কেন্দ্রে কিছু জায়গা থেকে ইভিএম খারাপ হওয়ারও অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তৃণমূলের তরফে এইদিন সকাল থেকে এই খবর প্রকাশিত হওয়া অবধি ৬০ টি অভিযোগ জমা পড়েছে। অন্যদিকে বালুরঘাট কেন্দ্রের প্রার্থী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন ভোটারদের বাধা দেওয়ার হচ্ছে। তিনি জানালেন, ‘ভোট শুরু হতেই ভোটারদের বাধা, গঙ্গারামপুরের নাড়ুই বুথে এই ঘটনা ঘটেছে, সঠিকভাবে এরিয়া ডমিনেশন হয়নি, ইটাহারেও বেশ কয়েকটি জায়গায় ভোটারদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। ‘তিনি তৃণমূলের দিকে সমস্ত অভিযোগ করেন। কিছু কিছু কেন্দ্রে ইভিএম খারাপ থাকার জন্য দেরিতে ভোট শুরু হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর। তৃণমূল কর্মীর দিকে তেড়ে গেলেন সুকান্ত মজুমদার বলে অভিযোগ। এদিন সম্মুখ সমরে চলে আসে তৃণমূল ও বিজেপি। বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীদের উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ। উল্লেখ্য, এদিন সকালেই বালুরঘাটে ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ সুকান্ত মজুমদারের। উত্তাল হয় এলাকা। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যে চতুর্থ দফায় রেকর্ড সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ রাজ্যে চতুর্থ দফায় ভোট রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে ৭৫০ কোম্পানি বাহিনী চাইল কমিশন। সূত্রের খবর তেমনই। বাংলায় এবার সাত দফায় লোকসভা ভোট। কমিশন জানিয়েছে, ভোটের সময়ে রাজ্যে থাকবে ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। হাতে আর মাত্র ১ দিন। শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় ভোট সমাপ্ত হল রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও দার্জিলিং কেন্দ্রে। কমিশনের সিদ্ধান্ত, ওই ৩ কেন্দ্রে মোতায়েন থাকবে ৪০৫ কোম্পানি। এমনকী, বাহিনী পাওয়া যাবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। চতুর্থ দফায় কেন বিপুল সংখ্যক বাহিনী কেন? কমিশন সূত্রের খবর, রাজ্যে চতুর্থ দফায় ভোট হবে ৮ কেন্দ্রে। কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বোলপুর, বীরভূম, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান দুর্গাপুর, আসানসোল, বহরমপুর। কবে? ১৩ মে। সেক্ষেত্রে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে। শুধু তাই নয়, বেশি কয়েকটি কেন্দ্রে আবার অতীতে গন্ডগোলও হয়েছে। এদিকে মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকসভা কেন্দ্র ৩টি। ৭ মে তৃতীয় দফায় ভোট হবে মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে, আর বহরমপুরে চতুর্থ দফায়, ১৩ মে। কমিশন সূত্রে খবর, ভোটের দিন মুর্শিদাবাদে ১১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকার কথা। সঙ্গে ১১৩ কোম্পানি কুইক রেসপন্স টিমও। কিন্তু এখন আরও বাহিনী মোতায়েন করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। শূন্য হিংসার ঘটনাই টার্গেট নির্বাচন কমিশনের।

আগামি ২-৩ বছরে আর খাবার জল মিলবে না কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ ৪৪ ডিগ্রিতে জ্বলছে কলাইকুণ্ডা, ৪৩ ডিগ্রি সিউড়িতে। মালদহ-বালুরঘাটেও তাপপ্রবাহের থাবা। আরও ১-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়ার আশঙ্কা করছে হাওয়া অফিস। অন্তত সোমবার পর্যন্ত ১৮ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে বঙ্গে। দার্জিলিং, কালিম্পং ছাড়া বৃষ্টির আশা নেই বাংলায়। এরইমধ্যে জল সঙ্কট তীব্র হয়েছে বাংলার নানা প্রান্তে। বাড়ছে উদ্বেগ। পরিবেশ বিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলছেন, ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ করার কোনও প্রক্রিয়া হচ্ছে না। বৃষ্টির জল ধরে রেখে যদি আমাদের কাজে লাগানো যায় কিছুটা সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু সেটাও হচ্ছে না। সোজা কথায় মাটির নিচে জল বাড়ছে না। কিন্তু উল্টে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লিটার জল মাটির নিচ থেকে তোলা হচ্ছে। স্বাতী নন্দী বলছেন, কলকাতা ও গোটা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ভূগর্ভস্ত জল ১০ থেকে ২০ মিটারের নিচে আছে। ১০ শতাংশ এলাকায় এই জল রয়েছে ৩০ থেকে ৪০ মিটারের নিচে। তাই কলকাতার অবস্থা যে খুব ভাল আছে এমনটা নয়। সোজা কথায় পরিস্থিতি যে খুব একটা ভাল দিকে যাচ্ছে না তা বোঝাই যাচ্ছে। অনেকেই বলছেন শহরের বুকে বেআইনি নির্মাণে লাগাম পড়ানো না গেলে অচিরেই বড় বিপদ নেমে আসবে। বড় বড় বিল্ডিংয়ের মধ্যে থাকা আবাসিকদেরও বালতি নিয়ে নেমে আসতে হবে রাস্তায়। খোঁজ চলবে জলের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এখনও ঘুরে দাঁড়ানো যেতে পারে। চাষ থেকে শুরু করে প্রতিদিনের জীবনযাপন। সব কিছুতেই বদল প্রয়োজন। আর সেটা না হলে কলকাতা খুব তাড়াতাড়ি বেঙ্গালুরুর পর্যায়ে চলে আসতে পারে। সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ বলছেন, এইভাবে লু বইলে জলস্তর আরও কমবে। কলকাতার বড়বড় ওয়াটার বডি গুলির গভীরতা নেমে এসেছে মাত্র দুই ফিটে। রবীন্দ্র সরোবরের মতো ১৯৪ একর জলাশয়ের ওয়াটার লেভেল মাত্র দু ফুট। এগুলো আমাদের বেঙ্গালুরুর মতো অ্যালার্ট দিচ্ছে। এখনই সচেতন হতে হবে। না হলে দু থেকে তিন বছরের মধ্যে জল কষ্ট তীব্র হবে।

গরমে ৩০ মিনিট দাঁড় করিয়ে স্কুলবাসের চেকিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ প্রচন্ড গরম। তারমধ্যেই ৩০ মিনিট ধরে পড়ুয়াবোঝাই স্কুলবাস থামিয়ে চলল চেকিং। বিএসএস স্কুলের বাসটি ধলাই ব্রিজের কাছে থামায় কর্তব্যরত পুলিস। নির্বাচনী দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে নথিপত্র যাচাই করতে বাসটিকে থামায় পুলিস। খবর পেয়ে ছুটে আসেন এক অভিভাবক। পড়ুয়াদের ছেড়ে এসে তারপরেও চেকিং করা যেত বলে মন্তব্য করেন তিনি। যার উত্তরে তাঁর সঙ্গে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিসরা অভব্য আচরণ করেন, অভদ্রভাবে কথা বলেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, তাঁকে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিস অত্যন্ত কড়াভাবে উত্তর দেন যে, কাজ শেখাতে আসবেন না! দায়িত্ব কীভাবে পালন করা হবে, শেখাতে আসবেন না! প্রসঙ্গত, এই গরমে ঠা ঠা রোদে ৩০ মিনিট ধরে বাস দাঁড়িয়ে থাকলে পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করেন অভিভাবকরা। ঘটনাক্রমে মুম্বইয়ে অনেকটা এরকমই একটি ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে ২ শিশু। প্রবল গরমে গাড়ির মধ্যে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়েছিল ২ শিশু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর তালাবন্ধ গাড়ি থেকে ওই ২ শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিস জানিয়েছে, গাড়িটি ভিতর থেকে লক করা ছিল। আর শিশুরা কোনওভাবেই গাড়িটি আনলক করতে পারেনি। জানা গিয়েছে, মুসকান মহব্বত শেখ ও সাজিদ মোহাম্মদ শেখ নামে ৫ ও ৭ বছরের ওই দুই শিশু তাদের বাড়ির বাইরেই খেলছিল। যেখানে গাড়িটি পার্ক করা ছিল। সম্ভবত খেলার সময়ই তারা গাড়ির মধ্যে উঠে পড়ে। এরপর সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই শিশুরা বাড়ি না ফিরলে, অভিভাবকরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। শেষে কয়েক ঘণ্টা পর গাড়ির ভিতর অচেতন অবস্থায় উদ্ধার হয় ২ শিশু। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গরমের মধ্যেই প্রবল লোডশেডিং, হাঁসফাঁস দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ একেই গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা কলকাতাবাসীর। তার মাঝেই রাতে আচমকা লোডশেডিং শহরের বিস্তীর্ণ অংশে। সন্ধে থেকেই দফায় দফায় চলে লোডশেডিং বিভিন্ন এলাকায়। রাত বাড়তে তা চরম আকার নেয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ সব জায়গাতেই আসতে শুরু করে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের খবর। সল্টলেক এলাকাও একই ভাবে অন্ধকারে ডুবে যায় বৃহস্পতিবার রাতেও। যদিও বিদ্যুৎ দফতরের তৎপরতায় খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে যায় পরিস্থিতি। একে হাঁসফাঁস হাল, তার উপর বৃষ্টির নাম গন্ধ পূর্বাভাস কিছুই নেই। এই অবস্থায় আচমকা পাওয়ার কাট হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় শহরবাসীর। শুক্রবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার অকেটা এলাকা জুড়ে লোডশেডিংএ সমস্যায় জনগণ। এইনিয়ে সিইএসসি আধিকারিকরা, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মূল কারণ হিসেবে অনুমোদিত লোডের বাইরে বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহারের কথাই জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত গরম কমার কোনও লক্ষণই নেই, জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী পাঁচ দিন তাপপ্রবাহের সর্তকতা রয়েছে। বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪১.৬ ডিগ্রি। বিগত ৫০ বছরে যদি দেখা হয় তাহলে বৃহস্পতিবার রেকর্ড করা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কলকাতার তাপমাত্রা। ৪১ থেকে ৪২ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে শুক্রবারও সারাদিন। উত্তরবঙ্গের মূলত মালদহ, উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর, এই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের তীব্র তাপপ্রভাবে সতর্কতা রয়েছে। আগামী ৫ দিন উত্তরের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে।

নিজের ঘাড় থেকে দায় পার্থর ঘাড়ে চাপালেন ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতির ‘মূল চক্রী’ হিসাবে ইতিমধ্যেই যিনি যাবতীয় সন্দেহের নিশানায়, আদালতের নির্দেশে এক ধাক্কায় ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের নেপথ্যেও রাজ্যের সেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাই ফের কাঠগড়ায়। আদালতের রায় অনুযায়ী, নিয়োগের পরীক্ষার উত্তরপত্র তথা ওএমআর শিটের মূল্যায়নে গলদ এবং সেই ওএমআর যথাযথভাবে সংরক্ষিত না থাকাই নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক এবং গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি স্তরের ওই শিক্ষাকর্মীদের চাকরি খারিজের অন্যতম কারণ। নথি সাক্ষী, ২০১৬ সালে শিক্ষক নিয়োগের ওএমআর শিট সংরক্ষণ সংক্রান্ত নতুন বিধি চালু হয় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে। সেই বিধিমাফিকই পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিট মাত্র এক বছর সংরক্ষণ করার নিয়ম চালু হয়। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিলের আবহে সেই বিধিকেই দুষে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, “আজকে যদি আসল ওএমআর সংরক্ষিত থাকত, তাহলে বিষয়টা এতদূর গড়াতই না। এত আইনি জটিলতাও তৈরি হতো না। আলাদা করে তদন্ত করা, উদ্ধার করা, সেগুলি আইনত গ্রাহ্য কি না, এসব প্রশ্নই আসত না।” এবার অবশ্য ওই বিধি সংশোধনের পথে হাঁটতে চলেছে সরকার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এদিন জানিয়েছেন, “আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, এখন থেকে এসএসসির যে পরীক্ষা হবে, তার ওএমআর শিট অন্ততপক্ষে ১০ বছর সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।” আদালতের রায়ে যে সুপার নিউমেরিক পদ বা অতিরিক্ত শূন্য পদে নিয়োগকে অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ই দ্বিচারিতা করেছেন বলে এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সরব হন। তিনি বলেন, “মন্ত্রিসভার অনুমোদনে তৈরি অতিরিক্ত শূন্যপদগুলি থেকে রাজ্য সরকার একটি চাকরিও দেয়নি।”

ক্রীড়া-সংবাদ

বড় জয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি

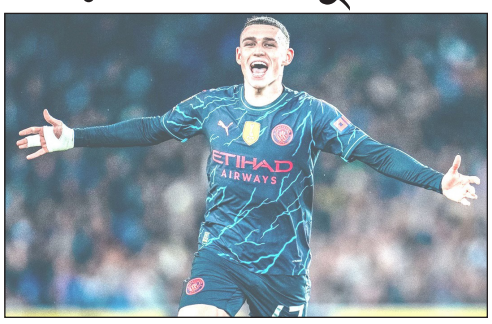

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ ব্রাইটনকে ব্রাইটনের মাঠে ৪-০ গোলে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয়স্থানে উঠে এসেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৩৩ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট দলটির, এক ম্যাচ বেশি খেলা আর্সেনালের পয়েন্ট ৭৭। সর্বশেষ তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা অ্যামেক্স স্টেডিয়ামে রাজকীয় ফুটবল খেলেই বড় জয় তুলে নিয়ে শিরোপা জয়ের পথে আরেকটি এগিয়েছে। চোটের কারণে ম্যাচটি খেলেননি আর্লিং হলান্ড। টানা চতুর্থ লিগ শিরোপায় চোখ রাখা সিটি কাল প্রথমার্ধেই এগিয়ে যায় ৩-০ গোলে। ১৭ মিনিটে কেভিন ডি ব্রুইনার হেডে এগিয়ে যায় দলটি। সিটির জার্সিতে প্রিমিয়ার লিগে ডি ব্রুইনার এটিই হেড দিয়ে করা প্রথম গোল। ৯ মিনিট পরে ব্যবধানটা দ্বিগুণ করেন ফিল ফোডেন। গোলটি নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। ফোডেন পা পিছলে পড়ে গেলেও রেফারি ফাউলের বাঁশি বাজিয়ে ফ্রিকিক দেন। ফোডেনের নেওয়া ফ্রিকিক পাসকাল গ্রসের শরীরে লেগে দিক বদলে গোলরক্ষককে বিভ্রান্ত করে ঢুকে যায় জালে। তবে ৩৪ মিনিটে ফোডেনের করা দ্বিতীয় গোলটি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগই ছিল না। প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া সিটি চতুর্থ গোলটি পায় ৬২ মিনিটে, গোলটি করেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা হুলিয়ান আলভারেজ। এই জয়ের পর শিরোপা দৌড়ে আরেকটু এগিয়ে গেলেও সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা মনে করছেন কোনো কিছুই নিশ্চিত হয়নি এখনো। জমজমাট শিরোপা লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে স্প্যানিশ কোচ বললেন পা হড়কানোর কোনোই সুযোগ নেই, 'আমাদের জন্য এটা ভালো ফল, আসলেই ভালো ফল। আমিও আগেও বলেছি, আগে যা করেছি সেগুলো অতীত, এর মানে এই না যে ভবিষ্যতেও একই কাজ করে যেতে পারব আমরা। আমরা জানি ব্যবধানটা খুবই কম। আমাদের প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে। প্রতি ম্যাচই আমাদের আরও কাছে নিয়ে যাবে।' লিভারপুলের সাম্প্রতিক পথ হারানোর কথা মনে করেই সাবধানী গার্দিওলা বললেন আত্মপ্রসাদে ভোগার কোনোই সুযোগ নেই, 'লিভারপুলের কী হয়েছে, টানা দুটি ম্যাচ হেরেছে। এমনটা হতে পারে আর্সেনালের, এমনটা হতে পারে আমাদেরও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা এখনো লড়াইয়ে আছি। আর সেখানে আরও অনেক ম্যাচ খেলতে হবে।' লিগে টানা ১৮ ম্যাচে অপরাজিত সিটি এরপর রোববার খেলবে নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে। ওই দিনই লিগের শীর্ষ দল আর্সেনাল মুখোমুখি হবে টটেনহামের। নর্থ লন্ডন ডার্বিটি হবে টটেনহামের মাঠে। খেলা, অনুশীলন, আবার খেলা! ম্যানচেস্টার সিটির সর্বশেষ সপ্তাহটা এ রকমই কেটেছে। এই সূচি নিয়ে নিজের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা।

২৩ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিচ্ছে পিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে এক মাসের একটু বেশি সময় বাকি। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ শেষ হয়নি। তাতে যে বড় দুশ্চিন্তার কারণ আছে, তা নয়। এখন পর্যন্ত সব হচ্ছে পরিকল্পনামতোই। সে পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে ১০টি পিচ নেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড থেকে। ফলে সে পিচগুলো বিশ্বকাপের অংশ হতে পাড়ি দিচ্ছে প্রায় ১৪ হাজার মাইল (প্রায় ২২ হাজার ৫৩০ কিলোমিটার)। অ্যাডিলেড থেকে জাহাজে করে ফ্লোরিডা, এরপর সেখান থেকে সড়কপথে সেগুলোর গন্তব্য নিউইয়র্ক। যুক্তরাষ্ট্রে এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আইসিসির বড় কোনো টুর্নামেন্ট। নিউইয়র্কের এ স্টেডিয়াম ছাড়াও টেক্সাস ও ফ্লোরিডার দুটি ভেন্যুতে হবে বিশ্বকাপের যুক্তরাষ্ট্র-অংশের ম্যাচগুলো। সব মিলিয়ে ১৬টি ম্যাচ হবে সেখানে, ৩৯টি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। নিউইয়র্কের মাঠটিতে হবে ৮টি ম্যাচ। এর মধ্যে নিউইয়র্কের নাসাউ স্টেডিয়ামকে বলা হচ্ছে ক্রিকেটের প্রথম 'অস্থায়ী' স্টেডিয়াম। এ প্রযুক্তিতে স্টেডিয়ামটির বেশির ভাগ অংশই বানানো হচ্ছে অস্থায়ীভাবে, যেগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। গ্যালারির একটা অংশ যেমন ফর্মুলা ওয়ানে গত বছরের লাস ভেগাস গ্রাঁ প্রিঁ ব্যবহার করা হয়েছিল। ড্রপ-ইন পিচগুলো তৈরির দায়িত্বে থাকা অ্যাডিলেড ওভালের কিউরেটর ড্যামিয়েন হোউ সম্প্রতি বিবিসিকে বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে গতি ও সমান বাউন্স থাকবে, এমন পিচ তৈরি করা। যেখানে খেলোয়াড়রা শট খেলতে পারবেন। আমরা বিনোদনদায়ী ক্রিকেট চাই, কিন্তু চ্যালেঞ্জ আছে।' গত অক্টোবরে হোউ ১০টি ড্রপ-ইন পিচ তৈরির কাজ শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে এগুলো ট্রেতে বসানো হয়। প্রতিটি পিচকে ভাগ করা হয়েছে দুটি ট্রেতে।

মাঝের ওভারেই গড়বড় পাকিস্তানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ হারেও ইতিবাচকতা খুঁজতে হয়। পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ আজহার মেহমুদও খুঁজলেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪ রানে হারের পর পাকিস্তান কোচ খুঁজে পেলেন বাউন্ডারির শ্রেষ্ঠত্ব। তবে বিশ্বকাপ শুরুর দেড় মাস আগেও পাকিস্তান মাঝের ওভারের ব্যাটিং যে গুছিয়ে উঠতে পারছে না, সেই ভাবনা পুরোপুরি আড়ালও করতে পারলেন না মেহমুদ। পরিসংখ্যান বলছে, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭ থেকে ১৫ ওভারের মধ্যে সবচেয়ে কম রান তোলা দলগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের অবস্থান দ্বিতীয়। যে সমস্যার ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে হেরেছে পাকিস্তান। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর দ্বিতীয়টিতে ৭ উইকেটে জিতেছিল পাকিস্তান। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচে টানা হেরেছে বাবর আজমের দল। চতুর্থ ম্যাচে রান তাড়ায় পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল ১৭৯। প্রথম ছয় ওভারে ৩ উইকেটে ৪৮ রান তোলার পর মাঝের ওভারে অনেকটাই ধীর হয়ে পড়ে পাকিস্তানের রান। ৭ থেকে ১৫ ওভারের মধ্যে ওঠে ৬৮ রান, যদিও উইকেট যায় মাত্র ১টি। এই ব্যাটিংয়েরই চাপ পড়ে শেষ দিকে।

শেষ তিন ওভারে ৩৯ আর আর শেষ ওভারে ১৮ রানের সমীকরণের সামনে পড়ে পাকিস্তানের টেল এন্ডার, যা মেলাতে না পারায় ম্যাচ হারতে হয় ৪ রানে। পাকিস্তান কোচ মেহমুদ ম্যাচ শেষে হারের পেছনে ডাবলস বের করতে না পারার ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন, 'অনেকগুলো ইতিবাচক দিক আছে। আমরা ওদের তুলনায় বেশি বাউন্ডারি মেরেছি (১৮টির বিপরীতে ২১)। বোলিংয়ে ডট বলও বেশি করেছি। কিন্তু ওরা আমাদের চেয়ে বেশি ডাবলস নিয়েছে, যেটা আমরা পারিনি। এগুলো ভাবনার জায়গা। এসব নিয়ে কাজ চলছে।' পরিসংখ্যান বলছে, ৭ থেকে ১৫ ওভারের মধ্যে পাকিস্তানের রান তোলার গড় ৭.৩০, টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর মধ্যে এর চেয়ে খারাপ শুধু আফগানিস্তানের (৭.০১ রান)।

'টাকা নাও, ধ্বংস হয়ে যাও', বোলারদের প্রতি আকরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ কি পাওয়ারপ্লে, কি পাওয়ারপ্লের বাইরের ওভার—এবার আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটিং-তাণ্ডব কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। দলীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহে নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে সানরাইজার্স এরই মধ্যে হয়ে উঠেছে 'রানরাইজার্স'। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বাধীন দলটি এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৮ ম্যাচের ৪টিতেই ন্যূনতম ২০০ রান করেছে। ২৬০-এর বেশি ইনিংস ৩টি। এ পথে আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ ২৭৭ ভেঙে ২৮৭ গড়ার রেকর্ডও আছে। ১৫ এপ্রিল বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ২৮৭ রান করেছিলেন ট্রাভিস হেড-অভিষেক শর্মা-হাইনরিখ ক্লাসেনরা। সে ম্যাচেই দলটি মেরেছিল ২২টি ছক্কা, যা আইপিএলের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ। সেই বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে আজ রাতে ফিরতি ম্যাচে নিজেদের মাঠ রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে খেলতে নামছে হায়দরাবাদ। হেড-ক্লাসেনরা আজও ব্যাট হাতে বেঙ্গালুরু বোলারদের ওপর দিয়ে 'মহাপ্রলয়' বইয়ে দেবেন কি না, তা জানতে আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তবে রান তোলাকে ছেলেখেলা বানিয়ে ফেলা হায়দরাবাদ ওয়াসিম আকরামকে মুগ্ধতার ঘোরে বেঁধে ফেলেছে। একই সঙ্গে বোলারদের প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানি কিংবদন্তি। হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু ম্যাচ সামনে রেখে ভারতের ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট স্পোর্টসক্রীড়ার সঙ্গে কথা বলেন আকরাম। সর্বকালের অন্যতম সেরা এই পেসার বলেছেন, 'সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে আমাকে এই যুগে ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে না। মানে, আমি বলতে চাইছি ওরা (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ) ২০ ওভারে ২৭০ রান করছে। এটা তো ৫০ ওভারের ম্যাচে ৪৫০ থেকে ৫০০ রানের মতো। যদি এত রান একবার হতো, তাহলে বলতাম ঠিক আছে। কিন্তু তিন-চারবার এমনটা ঘটল। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় ওদের ব্যাটিং কতটা শক্তিশালী।' আকরাম বলেছেন, '৫ ওভারে ১০০ রান করা বেআইনি। এটা কীভাবে হতে পারে'!

কোহলির ব্যাটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ অবশেষে আরেকটি ম্যাচ জিতেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। টানা ৬টি ম্যাচ হারার পর গতকাল রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৩৫ রানে হারিয়ে মৌসুমের দ্বিতীয় জয় পেয়েছে দলটি। তবে এ জয়ের পরও বরাবরের মতোই আলোচনায় একজন—বিরাট কোহলি। এবারের আইপিএলে ১৪৫.৭৬ স্ট্রাইক রেট ও ৬১.৪২ গড়ে সর্বোচ্চ ৪৩০ রান কোহলিরই। গতকাল ৪৩ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেলার পথে আইপিএলে শিখর ধাওয়ান, ডেভিড ওয়ার্নার ও ক্রিস গেইলের পর চতুর্থ ওপেনার হিসেবে পূর্ণ করেছেন ৪ হাজার রান। তবে শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালুরু ২০৬ রানের স্কোর গড়লেও মাত্র ১১৮.৬০ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসটির জন্য কোহলিকে শুনতে হচ্ছে সমালোচনা। পাওয়ারপ্লেতে কোহলির ব্যাটিং বেশ দ্রুতগতির ছিল, প্রথম ৬ ওভারে এ ওপেনার ১৮ বলে করেন ৩২ রান। তবে অন্য প্রান্তে ফাফ ডু প্লেসি ও উইল জ্যাকস আউট হওয়ার পর খোলসবন্দী কোহলি পরের ২৫ বলে করেন মাত্র ১৯ রান। জয়দেব উনাদকাটের স্লো বাউন্সারে ক্যাচ তুলে ফেরেন। আউট হওয়ার আগে কোহলি ভুগেছেন বেশ। এ নিয়ে ধারাভাষ্যে সুনীল গাভাস্কার বলেন, 'কোহলি শুধু সিঙ্গেল, সিঙ্গেল আর সিঙ্গেলই নিচ্ছে। (দিনেশ) কার্তিক আছে, (মহিপাল) লমরোর আছে। একটু ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা তো করতে হবে। (রজত) পাতিদারকে দেখুন। এরই মধ্যে তিনটি ছক্কা মেরেছে ওই ওভারে। সে চাইলে সিঙ্গেল নিতে পারত বা ওয়াইডের জন্য বল ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু না, সে সুযোগ দেখেছে বলে ব্যাট চালিয়েছে।' এরপর তিনি যোগ করেন, 'হ্যাঁ, কোহলি খেলেছে এবং মিস করেছে—এটা সহজ না। খোলসবন্দী হয়ে থাকলে, শুধু সিঙ্গেল নিতে থাকলে ব্যাটে বল লাগানো সহজ হবে না। কিন্তু কোহলির এটিই করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। এখন বড় শট খেলার চেষ্টা করতে হবে।' কোহলি আউট হওয়ার সময় বেঙ্গালুরুর স্কোর ছিল ৪ উইকেটে ১৪০ রান, বাকি ৩১ বল। ক্যামেরন গ্রিন, কার্তিক, স্বপ্নিল সিংরা এরপর বেঙ্গালুরুকে নিয়ে লাফ দেন, ওই ৩১ বলে আসে ৬৬ রান। সেটিই যথেষ্ট হয়েছে এ মৌসুমে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে চলা হায়দরাবাদকে হারাতে। কোহলির এমন ব্যাটিংয়ের একটি কারণ হিসেবে সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার অজয় জাদেজা বলছেন, বেঙ্গালুরু হয়তো বড় লক্ষ্যে খেলেইনি। জিওসিনেমায় তিনি বলেছেন, 'কোহলির ধারাবাহিকতা নিয়ে কথা বলে হচ্ছে সূর্যের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার মতো। (কিন্তু) পাওয়ারপ্লে শেষ হয়ে যাওয়ার পরই সে গতি কমিয়েছে। হতে পারে বেঙ্গালুরুর ২ উইকেট হারানোর কারণে। মাঝেমধ্যে এটাও মনে হচ্ছে, বেঙ্গালুরু তাদের খেলোয়াড়দের ভূমিকা নিয়ে বেশ অনড়। ডিকে (কার্তিক) সব সময়ই শেষে আসবে। সেটি করতে গিয়েই ব্রেক চেপে ফেলছে বেঙ্গালুরু।' আর সাবেক পেসার রুদ্র প্রতাপ সিং অবশ্য একটা ভালো দিকও দেখতে পাচ্ছেন, 'সে পাওয়ারপ্লেতে নিজেকে বদলে ফেলেছে। আমরা এখন আর তার কাছ থেকে এমন শট দেখি না। সে সময় নেয়, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখে, বল অনুযায়ী খেলে'।

বক্স অফিস

নিজের এগ ফ্রিজ করারই পক্ষপাতী মৃণাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় দুনিয়ায় নিজেকে প্রমাণ করেছেন মৃণাল ঠাকুর। সিনেমা হোক বা ওয়েব সিরিজ, সবেতেই তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যালান্স করার কথা বলেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন যে, ব্যক্তি জীবনে ও কেরিয়ারে ব্যালান্স রাখা খুবই জরুরি। সেটা কীভাবে রাখবেন, তা নির্ভর করে অনেকটাই নিজের উপরে। সম্পর্ক সবসময়েই কঠিন, সেই কারণেই এমন জীবনসঙ্গী দরকার, যিনি আপনার কাজের প্রক্রিয়াটা বুঝবে। সম্প্রতি মোনা সিং জানান যে তিনি তাঁর ডিম্বানু ফ্রিজ করিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে অভিনেত্রী বলেন, 'ডিম ফ্রিজ করানোর পক্ষপাতী আমিও'। এই সাক্ষাতকারেই অভিনেত্রী বলেন যে খারাপ সময়ের মধ্যে যাওয়ার সময় তাঁকে থেরাপি নিতে হয় এবং তাঁর প্রিয়জনদের উপর নির্ভর করতে হয়। তিনি বলেন, "আমি আমার কাজকে ব্যান্ডএইড হিসাবে ব্যবহার করছিলাম, কিন্তু যে মুহূর্তে আমি প্যাক আপ করে বাড়িতে গেলাম, আমি দুঃখী ছিলাম। এখন, আমি আমার সিস্টেম থেকে এটি বের করার জন্য এটি নিয়ে কথা বলি। আমি থেরাপি করি, এটা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে অভিনেতা যারা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। আমার এমন লোক আছে যারা আমাকে, আমার বন্ধুরা এবং আমার বোনকে সমর্থন করে। আমার বিড়ালও জীবনে এমন পার্থক্য তৈরি করে।"

অন্তঃসত্ত্বা রিচাকে জড়িয়ে কাঁদলেন রেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ বুধবার রাতে 'হীরামাণ্ডি'র প্রিমিয়ারে জড়ো হয়েছিলেন বলিউড তারকারা। বনশালির ডাকেই একছাদের তলায় হাজির হয়েছিলেন রেখা, সলমন, আলিয়া ভাট থেকে শুরু করে আরও অনেকেই। আর সেখানেই অন্তঃসত্ত্বা রিচা চাড্ডাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন রেখা। বলিউডের 'হবু মা' নিজেই শেয়ার করেছেন সেকথা। আসলে 'হীরামাণ্ডি'তে রিচা চাড্ডার অভিনয় দেখেই মুগ্ধ রেখা। আর বলিউডের 'দ্য এভারগ্রিন' অভিনেত্রীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনেই সপ্তম স্বর্গে রিচা। বনশালির সিরিজে দাপুটে গণিকা 'লজ্জো'র চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাঁকে। আর সেই অভিনয় দেখেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন রেখা। তাই থিয়েটার থেকে বেরিয়ে রিচা চাড্ডাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন প্রবীণ অভিনেত্রী। রিচা চাড্ডা জানান, "রেখাজি'র মতো দক্ষ অভিনেত্রীর কাছ থেকে এত প্রশংসা আর ভালোবাসা পেলাম যে এটা সারাজীবন মনে রাখব। এর থেকে বেশি আর কী-ই বা চাইতে পারি আমি? আমার মন ভরে গেল। সিরিজের একটা গান রয়েছে যেখানে আমি সোলো মুজরা করেছি। সেটার জন্য আমি রেখাজি'র উমরাও জান ছবির

'ইয়ে ক্যায়া জাগাহ হ্যায় দোস্তো' পারফরম্যান্সটিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছি। এই সিরিজে অভিনয়ের জন্য উনিই আমার অনুপ্রেরণা। আমার হিরো। একজন প্রকৃত কিংবদন্তী। 'হীরামাণ্ডি'তে আমার পারফরম্যান্স দেখে ওঁর প্রতিক্রিয়া আমাকে নির্বাক করে দিয়েছে। এই রাত আর ওঁর আশীর্বাদ আমি সারাজীবন মনে রাখব।" প্রিমিয়ার থেকে বেরিয়েই 'হীরামাণ্ডি'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে। তাঁদের কথায়, এই সিরিজ নিঃসন্দেহে বনশালির মাস্টারস্ট্রোক! বিগ বাজেট পিরিয়ডিক ড্রামা। সেট ডিজাইন। ঠিক যেমন 'দেবদাস', 'বাজিরাও মস্তানি', 'গাঙ্গুবাঈ'য়ের মতো প্রতিটা ছবিতে বনশালি স্টাইলের সাক্ষী থেকেছিল দর্শকরা।

মন্দির-মসজিদ-গির্জা তৈরিতে টাকা দিই না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ রাজনীতি, ধর্ম যখন দেশে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। ধর্মের নামে ভোট ভাগাভাগি হয় কিংবা ধর্ম ধজ্বাধারীদের রোষানলে পড়তে হয় সিনেনির্মাতাদের, তখন লোকসভা ভোটের আবহে বিদ্যা বালান বলছেন, "ধর্মের বিষয়ে ভারত এখন অনেক বেশি মেরুকরণে বিশ্বাসী। ধর্মীয় পরিচয়ের দিকেই ঝুঁকছে মানুষ। আগে কিন্তু দেশে এহেন দৃশ্য দেখা যেত না, তবে এখন পরিস্থিতি অনেক বদলেছে।" সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজস্ব মতামত ভাগ করে নেন অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। নিজের সাম্প্রতিক সিনেমা 'দো অউর দো প্যায়ার' সিনেমার প্রচারে এক বলিউড সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিদ্যা জানান, "এর আগে দেশবাসী হিসেবে কেউ ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাত না। তবে এখন কেন জানি না বিষয়টা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু রাজনীতি নয়, সোশাল মিডিয়াতেও তাই। মেরুকরণ বিষয়টিকে আরও পোক্ত করে তোলার নেপথ্যে সমাজ মাধ্যমের একটা বড় হাত রয়েছে। এরা পরিস্থিতিটাকে আরও খারাপ করে তুলেছে। মানুষ আরও বেশি একা এখন!" নিজে আধ্যাত্মিক মানুষ হয়ে, নিত্যদিন পুজো করা সত্ত্বেও বিদ্যা বালান কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য অর্থদান করেন না। কেন? অভিনেত্রীর কথায়, "কেউ যদি আমার কাছে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য অনুদান চাইতে আসে, আমি কখনও দিই না। আমি বলি, আপনারা যদি হাসপাতাল, স্কুল কিংবা কোনও শৌচালয় বানাতে চান, তাহলে আমি খুশি হয়ে টাকা দেব। তবে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সাহায্য করব না।" রাজনীতির সঙ্গে যেখানে গ্ল্যামারদুনিয়া এখন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেখানে বিদ্যা বালানের রাজনৈতিক দর্শন কী? এপ্রসঙ্গে অভিনেত্রীর মন্তব্য, "রাজনীতিকে খুব ভয় পাই বাবা! তারপর আমাকে নিষিদ্ধ করে দিলে? আমার সঙ্গে এরকমটা ঘটেনি ঠিকই, তবে তারকারা এখন রাজনীতি নিয়ে একটু সমঝেই কথা বলেন। কারণ কার, কখন মনোক্ষুণ্ণ হয়!

ইডির সৌজন্যে ঘরছাড়া শিল্পা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিলঃ মাত্র এক সপ্তাহ আগেই রাজ কুন্দ্রার ১০০ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। শিল্পা শেট্টির নামে থাকা বিলাসবহুল বান্দ্রার ফ্ল্যাটও হাতছাড়া হয়েছে। এবার আইনি জটের মাঝেই মুম্বই ছাড়লেন অভিনেত্রী! শুধু তাই নয়, দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দরে পাপারাজ্জিদের দেখেই তড়িঘড়ি সেখান থেকে পাশ কাটিয়ে ভিতরেও ঢুকে যান। গত বৃহস্পতিবার শিল্পা শেট্টিকে দেখা গেল ছেলে ভিভান ও মেয়ে শমিসার সঙ্গে মুম্বই বিমানবন্দরে। সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রীর মা-ও। জানা গিয়েছে, মা এবং সন্তানদের নিয়ে ছুটি কাটাতে বাইরে যাচ্ছেন শিল্পা। তবে এই ইডি কেলেঙ্কারির মাঝে অভিনেত্রীর সঙ্গে স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে দেখা গেল না। আসলে সময় পেলেই ছুটি কাটাতে ভালোবাসেন শিল্পা। এবারও সম্ভবত কঠিন সময়ে তাই খানিক রিল্যাক্স করতে দুই সন্তান আর মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। তবে ফটোশিকারিদের ক্যামেরার জন্য পোজ দিলেন না বিমানবন্দরে। 'শিল্পা কি রেগে রয়েছেন কোনও কারণে?' সেই প্রশ্ন পাপারাজ্জিরা ছুঁড়লে পালটা অভিনেত্রী বলেন, "না মোটেই রেগে নেই! আসলে দেরি হয়ে যাচ্ছে তো, তাই।" ৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বিটকয়েন পঞ্জি স্ক্যামের একটি আর্থিক তছরুপ মামলায় গত বৃহস্পতিবার দিনই শিল্পা শেট্টি ও রাজ কুন্দ্রার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। সেই তালিকায় জুহুর পাশাপাশি তারকাদম্পতির পুণের প্রাসাদোপম বাংলোও রয়েছে। রাজ কুন্দ্রার নামে কিছু ইক্যুয়িটি শেয়ারও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। আইপিএল বেটিং, নীলছবি মামলায় নাম উঠেছিল আগেই। সম্প্রতি বিটকয়েন জালিয়াতি মামলাতেও নাম জড়াল রাজ কুন্দ্রার। যার জেরে স্থাবর-অস্থাবর সব মিলিয়ে রাজ-শিল্পার প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের হাতে। এসবের মাঝেই মুম্বই থেকে দূরে ছুটি কাটাতে গেলেন শিল্পা শেট্টি। এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইডি তল্লাশি চালিয়ে সিম্পি ভরদ্বাজ, নিতিন গৌর ও নিখিল মহাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মূল অভিযুক্ত অজয় ভরদ্বাজ ও মহেন্দ্র ভরদ্বাজ এখনও পলাতক।